মানবাধিকার কমিশন পরিবর্তন করতে হবে

জিমি কার্টার
যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট

জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থার মুলনীতি পুনর্গঠনের ব্যাপারে আলোচনা চলছে। বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার বিষয়ক সমস্যাগুলো তুলে ধরার জন্য জাতিসংঘের প্রধান মাধ্যম হিসেবে আজ থেকে ৬০ বছর আগে ফেব্রুয়ারি মাসে মানবাধিকার বিষয়ক কমিশন গঠিত হয়েছিল। এই কমিশন বিভিন্ন সরকারগুলোর মানবাধিকার কর্মকান্ড মুল্যায়নের জন্য মানদণ্ড নির্ধানণ করে দিয়ে একটি বিরাট কাজ সম্পন্ন করেছে। তবে পরবর্তিতে সংস্থাটি তার কতিপয় কর্মকান্ডের জন্য তিরস্কৃত হয়েছে যেসব তিরস্কারের কয়েকটি অবশ্যই যথার্থ ।

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ এবং কোন সরকারই তার মানবাধিকার কর্মকান্ডের সমালোচনা সহজে গ্রহণে ইচ্ছুক নয় বিধায় কমিশন বর্তমানে বিশ্বাসযোগ্যতার সমস্যায় ভুগছে। এমনকি ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীরা শুধুমাত্র সদস্য হওয়ার জন্য সংগ্রামই করছে না বরং তারা এই কমিশনে সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছে। যেমন লিবিয়া গত ২০০৩ সালে এই কমিশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছে। এর মধ্যে গুরুতর বিষয় হচ্ছে চলমান মানবাধিকার সমস্যাগুলো মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অভাব যেগুলো সমন্বিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যমে এড়ানো সম্ভবপর হত।

গত ১৯৯৩ সালে কমিশনের একটি বিশেষ রিপোর্টে রুয়ান্ডায় হত্যাযজ্ঞের পুর্বাভাস দিয়ে গোষ্ঠিগত সহিংসতা বৃদ্ধির হুঁশিয়ারী প্রদান করা হয় যা নয় মাস পর সংঘটিত হয়। কমিশন ঐ রিপোর্ট জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে পাঠালে রিপোর্টে প্রদত্ত অনেক সুপারিশের সুফল কার্যকর হত যেগুলো বেতার মারফত ঘৃণা প্রচার এবং অন্যান্য কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট সহিংসতার চক্রকে ভেঙ্গে দিতে পারত।

১৯৮৮ সালে কমিশনের গোপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করে হাজার হাজার কুর্দি হত্যার কারণে ইরাকের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব ধামাচাপা দেয়া হয়। কমিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্ব নিন্দার বাইরেও সরকারগুলোর সংশোধনমুলক ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা। ঐ নৃশংস হর্তাকান্ডের

জন্য ইরাকের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র কমিশনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল বলে খবর পাওয়া গেছে।

গত বছরের প্রথম দিকে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান কমিশনকে বিলুপ্ত করতে এবং এর জায়গায় একটি উন্নত ও অধিক কার্যকর মানবাধিকার কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাবসহ এক বলিষ্ঠ সংস্কার আলোচ্যসুচী গ্রহণের প্রস্তাব করেন। বর্তমানে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘে সংস্থার কর্মকান্ড প্রতিনিধিদের মধ্যে সম্পন্ন হয়। এখন প্রশ্ন হচেছ একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সরকারগুলো সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণে ইচ্ছুক কিনা যা সহিংসতা কমিয়ে আনতে শক্তিশালী হবে, সহিংসতা প্রতিরোধে অধিক কার্যকর হবে এবং আরো বেশী সঠিক হতে সংগ্রামরত সকল সমাজকে প্রয়োজনীয় সমন্বিত সমর্থন প্রদান করবে।

আমি বেশ কিছু দেশের প্রতিনিধিদের সাথে সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেছি এবং বিশ্বাস করি যে একটি কার্যকর ফলাফল সহসাই পেয়ে যাব। তবে আমাদের কাজ শেষ করার জন্য দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন হবে।

প্রতিটি সংস্কার প্রস্তাব নিম্নবর্ণিত প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসার মাধ্যমে পরিমাপ করা হবেঃ প্রস্তাবটি কমিশনকে মানবাধিকারের শক্তিশালী পক্ষে পরিণত করবে কিনা অথবা নিপীড়নকারীদের রক্ষা করবে কিনা ? এই কাউন্সিল অধিক সুসংগঠিত ও কার্যকর হবে কিনা অথবা এটি পুরাতন বিভেদ সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক অবস্থা হিসেবে থাকবে কিনা যা এই কমিশনকে দুর্বল করেছে ? কাউন্সিলের সকল সদস্য মানবাধিকার সংরক্ষণে সক্রিয় কিনা ? প্রকাশ্যভাবে মানবাধিকার লংঘন তদন্তে ও নিন্দা জানাতে কমিশনের সর্বোচ্চ স্বাধীনতা এবং নমনীয়তা রয়েছে কিনা ? সবকটি দেশ ক্ষমতা বা প্রভাবের বিবেচনা না করে এই বিবেচনায় সমানভাবে বিবেচিত হবে কিনা ?

অনেক দেশই বোধগম্যভাবে উদ্বিগ্ন যে নতুন কাউন্সিল শুধুমাত্র গরীব ও দুর্বল দেশগুলোর নিন্দা জানাবে যাদের সমালোচনা থেকে পরিত্রাণের প্রয়োজনীয় শক্তির অভাব রয়েছে। এই প্রস্তাবনার পশ্চাতে মূল অভিযোগ হতে পারে একটি প্রস্তাবিত "সার্বজনীন পর্যালোচনা" গ্রহণ, একটি কৌশল যেখানে প্রতিটি দেশের উপর নিয়মিত একটি মানবাধিকার রিপোর্ট প্রণীত হবে। এছাড়া ১৯৯০ এর দশকের প্রথম দিকে ভূতপূর্ব যুগোস্লাভিয়া ও রুয়ান্ডার মত সবচেয়ে খারাপ মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীরা যাতে কাউন্সিলের কর্মকান্ডে অংশ নিতে না পারে তা প্রতিরোধ করতে হবে।

কোন প্রার্থীর পক্ষে সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সরাসরি ভোট পেয়েছে এমন একটি প্রস্তাবনার প্রয়োজন হবে। অপর প্রস্তাব এমনই হবে যে আঞ্চলিক ব্লকগুলো বরাদ্দকৃত আসনের

চেয়ে বেশী প্রার্থী দেয় যাতে করে নির্বাচন অধিক প্রতিযোগীতামুলক হয়। সব মিলিয়ে সবচেয়ে দায়িত্বহীন সরকারগুলোর জন্য তাদের প্রার্থীতা কার্যকরভাবে জোরদার করতে আরো কঠিন করে তুলবে।

কাউন্সিল ঘন ঘন মিলিত হবে। বর্তমানে কমিশন বছরে একবার মাত্র ছ'সপ্তাহের জন্য মিলিত হয় যা পর্যাপ্ত নয়। নতুন সংস্থাটি প্রতি মাসে দু'সপ্তাহ বা তার বেশী সময়ের জন্য সভা আহবান করবে যাতে করে কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পুরোপুরি নির্ধারণ করতে পারে।

সবশেষে নতুন কমিশন গঠনে প্রস্তাবনার কতিপয় চ্যালেঞ্জিং বিষয় হচেছ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমুহের ব্যাপক অংশগ্রহণে কমিশনের অনুমতি। এই সংস্থায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমুহ ও তাদের কর্মীদের সক্রিয় প্রবেশ অধিকার খর্ব করা মস্ত বড় ভুল হবে।

জাতিসংঘের ভিতরে মানবাধিকার গ্রুপ এবং অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমুহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে চতুর্থ রাষ্ট্র হিসেবে কাজ করে যা সরকারি চ্যানেলের মাধ্যমে হয়ত কখনই উপস্থাপন হয়না ।

বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে জতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি আলোচিত হলে এবং প্রতিকারমুলক ব্যবস্থা নেয়া হলে সত্যিকার অর্থেই আমরা পরবর্তী হত্যাযজ্ঞ প্রতিরোধ করতে পারব।

(কার্টার সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার। বিশ্বব্যাপী শান্তি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক এটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির ওয়েব ঠিকানা ৷৷৷.পধৎঃবৎপবহঃবৎ.ড়ৎম)

==========

ওয়াশিংটন, ২৩শে জানুয়ারি

জিআর/ ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* dhaka.usembassy.gov *(New) এ যোগাযোগ করুন।*